দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... APR. 1-3 2000

পৃষ্ঠা 7 কলাম 4 ......

62

ছাত্রলীগের ক্যাডারদের গুলিতে ১ ছাত্র গুলিবিদ্ধ

☐ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ, গাড়ি ভাঙচুর

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গুলিতে একজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গতকাল বুধবার ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রদলের সমাবেশ থেকে এক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করলে ছাত্রদল কর্মীরা লেকচার থিয়েটারের সামনে গুলিবর্ষণ ও হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় ছাত্রলীগের মহসিন হলভিত্তিক ক্যাডার গ্রুপ ছাত্রদল কর্মীদের ধাওয়া করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করলে বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির দোতলায় দাঁড়ানো ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মুস্তাফিজুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়। মহসিন হলের ছাত্র মুস্তাফিজের বাম হাতে গুলি লাগে। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

ছাত্রলীগ ঃ ছাত্র গুলিবিদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, মহসিন হল শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি শফিকের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়। এ সময় ছাত্রলীগ ১০ রাউন্ড এবং ছাত্রদল ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। পুলিশ ছাত্রদল কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য রাবার বুলেট এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সংঘর্ষের সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার সময় ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলশেষে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ শুরুর কিছুক্ষণ পর ডিবি পুলিশ সমাবেশস্থল থেকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদল কর্মীরা গ্রেফতারের প্রতিবাদে পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলটি মধুর কেন্টিন হয়ে লেকচার থিয়েটারের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা লেকচার থিয়েটারের সামনে ২ রাউন্ড গুলি ও ১টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানোসহ ৫টি গাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশ ছাত্রদলের মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য ১ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে। একই সময়ে ডাকসু ভবনের দক্ষিণ দিক থেকে ছাত্রলীগের মিছিল থেকে কয়েকজন তরুণ দৌড়ে এসে ছাত্রদলের সমাবেশের মাইক ভাঙচুর করে। এসব ছাত্রলীগ কর্মী মধুর কেন্টিন থেকে ছাত্রদলের মিছিলে হামলা চালায়। তারা গুলি করতে করতে মল চত্বরের দিকে ছাত্রদলকে ধাওয়া করে। ছাত্রদল কর্মীরা মল চত্বর দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যায়। ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে প্রবেশ করে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এ সময়ই ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র মুস্তাফিজ গুলিবিদ্ধ হয়। একজন প্রভাবশালী ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতার নির্দেশে এ হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে। গুলিবর্ষণ ও ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনা তদন্তে প্রো-ভিসি অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলীকে প্রধান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। গতকাল ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়।

গতকালের সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটল। এর আগে ১৯৯৯ সালের ১৪ই অক্টোবর ছাত্রদল আহূত ছাত্র ধর্মঘটে ছাত্রলীগ ছাত্রদলকে ধাওয়া করে গুলিবর্ষণ করে।

তবে সে ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। সর্বশেষ ১৯৯৮ সালের ২৩শে এপ্রিল হল দখল বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতীম গুলিবিদ্ধ ও নিহত হয়।

বরাম